[২০১৮] ৪ এসসিআর ১০৯৮

কৃষ্ণকান্ত তামরাকর

বনাম

মধ্য প্রদেশ রাজ্য

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪৭০)

২৮শে মার্চ, ২০১৮

[আদর্শ কুমার গোয়েল এবং উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধানঃ

অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ২১-দ্রুত ন্যায়বিচারের সুযোগ-আবেদনকারী-অভিযুক্ত (বিচার আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত) উচ্চ আদালতে তার আপিলের প্রতিশোধের সময় জামিন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল-এই ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়েছিল যে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হেফাজতে থাকার পরে, আপিলের প্রতিকার অর্থহীন হবে যদি তাকে পুরো মেয়াদের জন্য হেফাজতে থাকতে হয়-স্থির হয়ঃ জামিন মঞ্জুর করা অস্বীকার-দ্রুত ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার আর্টসের অধীনে মৌলিক অধিকারের অংশ। ১৪ এবং ২১-ফৌজদারি আপিলের শুনানিতে বিলম্বের সমস্যা সমাধানের জন্য জারি করা নির্দেশনা-ন্যায়বিচার প্রশাসন-জামিন।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

আদেশঃ ১. দ্রুত ন্যায়বিচারের অধিকার সংবিধানের ১৪ ও ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকারের অংশ। সংবিধানের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য জাতীয় কমিশন সুপারিশ করেছে যে দ্রুত ন্যায়বিচারের অধিকারকে একটি প্রকাশ্য মৌলিক অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বিনীত নারায়ণ বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৬) ২ এস. সি. সি ১৯৯: [১৯৯৬] ১ এস. সি. আর ১০৫৩; প্রকাশ সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ১: [২০০৬] ৬ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪৭৩-এর উপর নির্ভরশীল।

ইমতিয়াজ আহমেদ বনাম ইউ. পি. রাজ্য, (২০১২) ২ এস. সি. সি ৬৮৮: [২০১২] ১ এস. সি. আর ৭৭৯; অনিতা কুশওয়াহা বনাম পুষ্প সুদান (২০১৬) ৮ এসসিসি ৫০৯: [২০১৬] ৯ এসসিআর ৫৬০-উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১) প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদী মামলা, বিশেষ করে পাঁচ বছরের বেশি, এখনও একটি গুরুতর বিরোধিতা। হাইকোর্টে ১৬.২৯ লক্ষ মামলা পাঁচ বছরের বেশি পুরনো। ৭.৪৩ লক্ষ মামলা ১০ বছরের বেশি পুরনো। যেহেতু বর্তমান নিষ্পত্তি নিজেই নতুন মামলার সংখ্যার তুলনায় কম ছিল, তাই যুক্তিসঙ্গত সময়ে পুরনো মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। হাইকোর্টের বিচারকদের সংখ্যা সীমার বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না।

বিচারপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে অধস্তন আদালতে মামলাগুলির বর্ধিত নিষ্পত্তির কারণে হাইকোর্টে কাজের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অধস্তন আদালতে মামলাগুলির নিষ্পত্তি যথেষ্ট নয়, তারপরে সেগুলি উচ্চ আদালতগুলিতে রাখা হয়। হাইকোর্টের সামনে বিধিবদ্ধ প্রতিকার প্রদানের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। উপরন্তু, সাংবিধানিক আদালতের বিচারকদের জন্য তদারকি ব্যবস্থা অন্যান্য বিচারকদের মতো নয়। যদিও, এই ধরনের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই, তবে এই জাতীয় বিচারপতিদের বিপুল সংখ্যক নিয়োগ বিপরীত ফলদায়ক হতে পারে। যদি এই ধরনের আদালতের উপর ন্যস্ত কাজের পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাংবিধানিক আদালতের সংখ্যা বাড়াতে হয়, তবে এর প্রভাব থাকতে পারে যদি না পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়। এই ধরনের আদালতে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করতে অসুবিধা দেখায়। সাংবিধানিক আদালতের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তি। সাংবিধানিক আদালতের সামনে কাজের প্রকৃতি বিশেষ করে আইন প্রণয়ন করতে সময় লাগে। এই ধরনের আদালতগুলির উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যায় না।

২.২) "হাইকোর্টের বকেয়া - একটি নতুন চেহারা" শীর্ষক ভারতের আইন কমিশনের ১২৪তম প্রতিবেদনে (১৯৮৮) আইন কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানেই সম্ভব, ন্যায়বিচারের মান ক্ষতিগ্রস্ত না করেই আপিলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিস্তৃত মূল এখতিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস করা উচিত। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আইন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি আপিলের সংখ্যা হ্রাস করা, উচ্চ আদালতে কাজের প্রবাহ হ্রাস করার জন্য বিশেষজ্ঞ আদালত/ট্রাইবুনেল গঠন করা। ২৭২ "প্রতিবেদনে আইন কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে ট্রাইবুনেলের আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য ফোরামটি আপিল ট্রাইবুনেল হওয়া উচিত, যা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া উচিত। নিয়মিতভাবে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে কোনও বিধিবদ্ধ আপিল প্রদান করা উচিত নয়। উক্ত সুপারিশগুলির উপর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

২.৩) যেহেতু গুরুতর প্রকৃতির ফৌজদারি মামলায় একটি বিচার এবং একটি আপিল ন্যায়বিচার প্রশাসনের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়, তাই আইন কমিশন এবং মালিমাথ কমিশন যেমন উল্লেখ করেছে, মূল ফোরাম এবং একটি আপিল ফোরামে রায়দান যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে হওয়া উচিত যা সাধারণত এক থেকে দুই বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়। একই সাথে, প্রতিকারের একাধিক স্তর বাদ দেওয়া প্রয়োজন। ধারা ২২৭ প্রতিকার মূলত রায়ে বিকৃতি বা পেটেন্ট ত্রুটির বিরুদ্ধে।

একই সময়ে, প্রতিকারের একাধিক স্তর নির্মূল করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ২২৭ প্রতিকার, প্রাথমিকভাবে একটি রায়ে বিকৃতি বা পেটেন্ট ত্রুটির বিরুদ্ধে বোঝানো হয়।

২.৪) উপলব্ধ তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে, তা ফৌজদারি আপিলগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করেনি। কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি বা অন্য কোনও কারণে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। অতএব, বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে হাইকোর্টের সামনে ফৌজদারি আপিল এবং অন্যান্য বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব কিনা তা ভারত সরকারকে বিবেচনা করতে হবে। যদি না হয়, দ্রুত ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের আপিলের জন্য অন্য কোনও উপযুক্ত ফোরাম সরবরাহ করা সম্ভব কিনা বা অন্য কোনও উপায়ে পরিস্থিতির প্রতিকার করা যেতে পারে কিনা। সাংবিধানিক আদালতে নিয়মিত বিধিবদ্ধ আপিল প্রদানের কার্যকারিতা না থাকার বিষয়টিও বিবেচনা করার প্রয়োজন হতে পারে।

২.৫) ভারতের আইন কমিশনের ২৪ ও ২৭২টি প্রতিবেদনের আলোকে, গুজরাট উর্জা মামলায় এই আদালতের রায়, ৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের সুপ্রিম কোর্টের বকেয়া কমিটির কার্যবিবরণী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলি দ্রুত ন্যায়বিচারের সাংবিধানিক লক্ষ্য বাস্তবসম্মতভাবে অর্জনের জন্য সাংবিধানিক আদালতগুলিতে ভিড় কমানোর জন্য উপযুক্ত ফোরাম তৈরি করে বিচারিক কাঠামোতে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে পারে।

গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড বনাম এসার পাওয়ার লিমিটেড (২০১৬) ৯ এস. সি. সি ১০৩: [২০১৬] ৫ এস. সি. আর ১০১-এর উপর নির্ভর করেছিল। পি. রামচন্দ্র রাও বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০২) ৪ এস. সি. সি ৫৭৮; ইমতিয়াজ আহমেদ ওয়াই. উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ৩ এস. সি. সি ৬৫৮; আখারি বি বনাম এম. পি রাজ্য (২০০১) ৪ এস. সি. সি ৩৫৫: [২০০১] ২ এস. সি. আর ৬২৬; রাধে শ্যাম বনাম ছবী নাথ (২০১৫) ৫ এস. সি. সি ৪২৩: [২০১৫] ৩ এস. সি. আর ১৯৭; সীতা রাম বনাম ইউ. পি রাজ্য (১৯৭৯) ২ এস. সি. সি ৬৫৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.১) সর্বোত্তম উপলব্ধ প্রতিভা সহ সমস্ত স্তরে শূন্যপদগুলি সময়মতো পূরণ করার বিষয়টিও অবিলম্বে বিবেচনা করা দরকার। ১৪ই আইন কমিশন ১৯৫৮ সালে তার প্রতিবেদনে অধস্তন বিচার বিভাগের জন্য সর্বোত্তম প্রতিভা থাকার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছিল। এটি সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা এবং সর্বভারতীয় বিচার বিভাগীয় পরিষেবা গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনের পরামর্শ দেয়।

৩.২) কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সর্বোত্তম উপলব্ধ প্রতিভাবানদের সময়োপযোগী নিয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেরি না করে পদক্ষেপ নিতে পারে যাতে সময়োপযোগী ও মানসম্মত নিয়োগ নিশ্চিত করা যায়।

৩.৩) সাংবিধানিক আদালত নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতির প্রাধান্য রয়েছে। এমনকি এই ধরনের প্রাধান্যকে প্রভাবিত না করেও কলেজিয়ামের কাজকর্মের উন্নতি প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। এই আদালতের পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চ সচিবালয় স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে এবং কলেজিয়াম ব্যবস্থার উন্নত ও কার্যকর কাজের জন্য অন্যান্য বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়াও, নিয়োগ পরবর্তী আচরণ বা অপর্যাপ্ত কার্যকারিতা বা ধার্মিক আচরণ বজায় রাখতে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই দিকগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন।

৩.৪) যদি কোনও হাইকোর্ট স্থায়ী প্রধান বিচারপতি ছাড়া থাকে, তবে দ্রুত ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুপ্রিম কোর্ট নথিতে উকিল অ্যাসোসিয়েশনের মামলায় এই আদালতের রায় অনুসরণ করে নিয়োগের জন্য এম. ও. পি-তে সময়সীমা থাকা সত্ত্বেও যে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি থাকবেন না, প্রধান বিচারপতিদের সময়োপযোগী নিয়োগ হচ্ছে না। যে জায়গায় প্রার্থী ইতিমধ্যে কাজ করছেন তা ছাড়া অন্য কোনও উচ্চ আদালতে কয়েক দিনের জন্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা ব্যবস্থার কোনও উদ্দেশ্য সাধন করে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী এই ধরনের নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থী চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টগুলিতে প্রাথমিক নিয়োগ করা সম্ভব না হলেও, উপলব্ধ প্রার্থীদের মধ্যে থেকে প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ বিভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারে। এই ধরনের প্রার্থীদের দ্রুত সনাক্ত করার জন্য, তথ্যের প্রাপ্যতা এবং সময় ব্যয় করতে পারে এমন ব্যক্তিদের জড়িত থাকার প্রয়োজন হতে পারে। প্রক্রিয়াটির জন্য চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা এবং অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। বিচার বিভাগের সাথে প্রাধান্য প্রয়োজন তবে এই ধরনের কঠোর প্রকৃতির কাজের জন্য কার্যকর সহায়তা আবশ্যক। সময়ের প্রয়োজনগুলি অবশ্যই সমাধান করতে হবে বলে মনে করা হয়েছিল। সমস্যাগুলি পেটেন্ট থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থাটি স্থির বা উদাসীন থাকতে পারে না। বিচারকদের, বিশেষ করে প্রধান বিচারপতিদের, সময়োপযোগী নিয়োগের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার তীব্র প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

বিচারকদের, বিশেষত প্রধান বিচারপতিদের সময়োপযোগী নিয়োগের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। প্রার্থীদের সনাক্তকরণ, যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন এবং নিয়োগ-পরবর্তী কর্মক্ষমতা পরিমাপ ও পরিচালনা সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া এবং যদি সময়োপযোগী ও সর্বোত্তম নিয়োগ নিশ্চিত করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ নজরদারি বাস্তবে পরিণত করতে হয় তবে কমপক্ষে কিছু স্বাধীন পূর্ণ-সময়ের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। বিচার বিভাগের নির্ভরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পূর্ণ-সময়ের সংস্থা ব্যবস্থার তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন বলে মনে হয়, এর অনুপস্থিতি ন্যায়বিচার অস্বীকারের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের এনজেএসি মামলায় এই আদালতের আদেশ অনুসরণ করে এমওপি কলেজিয়ামের কার্যকারিতার উন্নতি ঘটায়।

৩.৫) ভারতীয় বিচারপতি সমিতির মামলায় এই আদালতের ১৪ শতাংশ প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৭ সালের ৮ই এপ্রিল এই আদালতের বকেয়া কমিটির কার্যবিবরণী এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, সর্বভারতীয় বিচার বিভাগীয় পরিষেবা জারির পুনরাবৃত্তি মুলতুবি থাকায়, সাংবিধানিক আদালত ব্যতীত অন্য আদালতে শূন্যপদ পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং সমস্ত স্তরে সাংবিধানিক সফরে বিচারপতি নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সর্বভারতীয় বিচারক সমিতি বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯২) ১ এস. সি. সি ১১৯: [১৯৯১] ২ সম্পুরক এস. সি. আর ২০৬; মালিক 'মাজহার সুলতা (৩) এবং আরেকজন বনাম ইউ. পি. জনসাধারণের পরিসেবা কমিশন এবং অন্যান্যরা (২০০৮) ১৭ এস. সি. সি ৭০৩; সর্বভারতীয় বিচারক অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউ. ও. আই (২০০২) ৪ এস. সি. সি. ২৪৭: [২০০২] ২ এস. সি. আর. ৭১২; সুপ্রিম কোর্ট নথিতে উকিল অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৩) ৪ এস. সি. সি. ৪৪১: [১৯৯৩] ২ সম্পূরক। এস. সি. আর. ৬৫৯; ১৪৩ (১) নং অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ সভাপতি রেফারেন্স বিচারকদের স্থানান্তর ও নিয়োগ সম্পর্কিত (১৯৯৮) ৭ এস. সি. সি. ৭৩৯: [১৯৯৮] ২ সম্পূরক। এস. সি. আর. ৪০০; সুপ্রিম কোর্ট নথিতে উকিল অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৬) ৫ এস. সি. সি. ১-এর উপর নির্ভরশীল।

পুনঃ শ্রী বিচারপতি সি. এস. কারনান (২০১৭) ৭ এস. সি. সি ১-উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) আইন কমিশনের ২৪৫তম প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে বিচার ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং সংকলনের জন্য একটি ব্যবস্থারও প্রয়োজন যাতে দ্রুত ন্যায়বিচারের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মামলার সিদ্ধান্ত এবং জবাবদিহিতার জন্য বাধ্যতামূলক সময়সীমা না থাকে।

এই ধরনের ব্যবস্থা বিচার বিভাগের সকল স্তরে কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে, বিচারিক স্বাধীনতার সাথে আপস না করে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। অতিরিক্তভাবে, অভিশংসন ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে বিচারকদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার প্রয়োজন, একই সাথে বিচারিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

প্রসঙ্গ: রি: শ্রী বিচারপতি সি.এস. কারনান (২০১৭) ৭ এসসিসি ১.

৫.১) আইন পেশা ঐতিহ্যগতভাবে সর্বোপরি ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার সহজতর করার দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তবে, কিছু অঞ্চলে, ঘন ঘন ধর্মঘট বিচার প্রদান ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। এই ব্যাঘাতগুলি বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে, যার মধ্যে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের জড়িত থাকাও অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে ব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং এর গ্রাহকদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তদুপরি, জনসাধারণের সম্পদ এবং বিচারিক সময় নষ্ট হয় ফলে ক্ষতি এবং অসুবিধার জন্য কোনও জবাবদিহিতা ছাড়াই।

৫.২) সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনের পরিপন্থী আইনজীবীদের ধর্মঘট আদালত অবমাননার শামিল। এই ধরনের ধর্মঘট আহ্বানকারী সমিতির কর্মকর্তারা অবমাননার দায় এড়াতে পারবেন না। ধর্মঘট বা কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিটি সিদ্ধান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবমাননা। এমনকি যদি সংশ্লিষ্ট আদালত বা বার কাউন্সিল কর্তৃক অবমাননার মামলা শুরু না করা হয়, তবুও এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগের জন্য একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে কোনও আইনগত সমাধান না হয়।

৫.৩) আইন কমিশন তার ২৬৬তম প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ করেছে যে আইনজীবীদের এই ধরনের আচরণ আদালতের কার্যকারিতাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে এবং মামলার বিচারাধীনতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এটি ধর্মঘটের কারণে হারিয়ে যাওয়া কর্মদিবসের সংখ্যা প্রতিফলিত করে এমন তথ্য বিশ্লেষণ করেছে।

৫.৪) সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত ন্যায়বিচারে দ্রুত প্রবেশাধিকারের মৌলিক অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য এবং এই আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনশাস্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে ধর্মঘট বা কাজ থেকে বিরত থাকা, এর ফলে ক্ষতি এবং প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিস্তারিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, বিষয়টি এই আদালতের অবমাননা বা অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের অধীনে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

আদালত প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে পারে যে, বার অ্যাসোসিয়েশন বা বার কাউন্সিলের যেসব কর্মকর্তা ধর্মঘট বা কর্মবিরতির আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছেন, তাদের উপযুক্ত অঙ্গীকার দাখিল করে বা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী অবমাননা দূর না করা পর্যন্ত কোনও আদালতে হাজির হতে নিষেধ করা যেতে পারে। অতিরিক্তভাবে, এই ধরনের ব্যক্তিদের অবিলম্বে বার অ্যাসোসিয়েশনের পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে, এবং যথাযথ অঙ্গীকার সাপেক্ষে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বিবেচনার ভিত্তিতে পুনর্বহাল করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলি ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী তাদের বেআইনি কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত অন্যান্য আইনি পরিণতির পাশাপাশি। এছাড়াও, এই আদালত যেকোনো হাইকোর্ট থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে, এটি অন্য উৎস থেকে প্রতিবেদন বা আবেদন গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে না, এমনকি এক ত্রৈমাসিক শেষ হওয়ার আগেও।

প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হরিশ উৎপল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং আরেকজন (২০০৩) ২ এসসিসি ৪৫: [২০০২] ৫ সম্পূরক এসসিআর ১৮৬; মহীপাল সিং রানা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ৮ এসসিসি ৩৩৫ – নির্ভরযোগ্য।

কাশ্মিরা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ২৯১: [১৯৭৮] ১ এসসিআর ৩৮৫; পাঞ্জাব রাজ্য বনাম ব্রিজেশ্বর সিং (২০১৬) ৬ এসসিসি ১: [২০১৬] ৪ এসসিআর ৬৮৫ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

১৯৭৮	১ এস.সি.আর. ৩৮৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
১৯৯৬	১ এস.সি.আর. ১০৫৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
২০০৬	৬ সম্পূরক এস.সি.আর. ৪৭৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
২০১৬	৪ এস.সি.আর. ৬৮৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮
২০১৬	৯ এস.সি.আর. ৫৬০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
২০১২	১ এস.সি.আর. ৭৭৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
২০০২	৪ এস.সি.সি. ৫৭৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
২০১৭	৩ এস.সি.সি. ৬৫৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০

২০০১	২ এস.সি.আর. ৬২৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
২০১৫	৩ এস.সি.সি. ১৯৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
১৯৭৯	২ এস.সি.সি. ৬৫৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
২০১৬	৫ এস.সি.আর. ১০১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯
১৯৯১	২ সম্পূরক এস.সি.আর. ২০৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৪
২০০২	২ এস.সি.আর. ৭১২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৪
২০০৮	১৭ এস.সি.সি. ৭০৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৬
১৯৯৩	২ সম্পূরক এস.সি.আর. ৬৫৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৬
১৯৯৮	২ সম্পূরক এস.সি.আর. ৪০০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৬
২০১৭	৭ এস.সি.সি. ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৮
১৯৯৩	২ সম্পূরক এস.সি.আর. ৬৫৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪০
২০০২	৫ সম্পূরক এস.সি.আর. ১৮৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৫
২০১৬	৮ এস.সি.সি. ৩৩৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪৭০

২০০৯ সালের ১৮২৩ নং ফৌজদারি আপিলে জব্বলপুরের প্রধান আসন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ০৩.০৫.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

গোপাল সুব্রামানিয়াম, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী (এসি), তালহা রহমান, পবন ভূষণ, হিতেশ সাইনি, ডাঃ অজয় কুমার, তুহিন লাভানিয়া, মহেন্দ্র সিং, নন্দলাল কুমার মিশ্র, রাম কিশোর সিং যাদব, শ্রীমতী সুনীতা যাদব, শ্রীমতী মিরান্ডা, কৌশল যাদব, এস. এস. শামশেরি, শ্রীমতী হরি প্রিয়া, এম. কে. মারোরিয়া, আইনজীবী উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল

আদর্শ কুমার গোয়েল, বিচারপতি ১) অনুমতি মঞ্জুর। এই আপিলটি ২০০৯ সালের সিআরএ নং ১৮২৩-এ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ৩ মে, ২০১৭ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যেখানে জামিনের আবেদন, যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যদিও আবেদনকারী দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হেফাজতে রয়েছেন।

২. আপিলকারী আইপিসি-র ১৪৮,৩০২/১৪৯ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং অন্যান্য সাজা ছাড়াও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। রাষ্ট্রপক্ষের মতে, ২০০৫ সালের ২৩শে জুন, ১১.৩০ এ. এম-এ, আবেদনকারী সহ-অভিযুক্ত সহ একজন শাহিদকে হত্যা করেছিলেন। অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রায়াল কোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং আপিলকারীকে সাজা দেন।

সমস্যা

৪) যখন এই আদালতের সামনে বিষয়টি বিবেচনার জন্য আসে, তখন নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়:

"আবেদনকারীর অভিযোগ হল যে তিনি দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হেফাজতে আছেন। তাকে জামিন দেওয়া হয়নি এবং তার আপিলের শুনানিও হয়নি। বলা হচ্ছে যে নিকট ভবিষ্যতে হাইকোর্টে আপিলের শুনানির কোনও সম্ভাবনা নেই।

যদিও আমরা এই পর্যায়ে জামিন দিতে আগ্রহী নই, আমরা এই পরিস্থিতির সমাধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করছি, যাতে আপিল ফোরামে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আপিলের শুনানি নিশ্চিত করা যায়।

বিজ্ঞপ্তি জারি করুন। ন্যায়বিচার প্রদান এবং আইনি সংস্কারের জন্য জাতীয় মিশন-এর আহ্বায়ক, অর্থাৎ, সচিব (বিচারপতি), ভারতীয় ইউনিয়ন, এবং ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকেও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

আদালতে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গোপাল সুব্রহ্মণ্যমকে আদালতকে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।"

৫) উপরোক্ত বিষয়গুলি মেনে, এই আদালত আপিলের শুনানিতে অত্যধিক বিলম্বের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এবং বিজ্ঞ অ্যামিকাস কিউরির বক্তব্য শুনেছেন।

শিক্ষিত বন্ধুদের বক্তব্য

৬) শিক্ষিত বন্ধুদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে আইনের শাসন সমুন্নত রাখার জন্য সময়োপযোগী ন্যায়বিচার মৌলিক। ভারতের সংবিধানের অধীনে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১০ অনুচ্ছেদ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ৯ এবং ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে স্বীকৃত।

১ (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ২৯১

অতএব, আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি বাস্তবসম্মত, কার্যকর এবং অর্জনযোগ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জরুরি প্রয়োজন। ভারতের আইন কমিশন তাদের ২৪৫তম প্রতিবেদনে (২০১৪) প্রয়োজনীয় বিচারক সংখ্যা গণনার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। বিনীত নারায়ণ বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট জোর দিয়ে বলেছে যে সরকারি সংস্থাগুলিকে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে তাদের আইনি দায়িত্ব পালন করতে হবে। অধিকন্তু, প্রকাশ সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায়, আদালত বৈজ্ঞানিক, দ্রুত এবং উচ্চমানের তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছে। ১৯৭৪ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত বিচার আইন বিচার প্রদান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের জন্য স্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে। একইভাবে, ভারতীয় আইনের অধীনে বিধিবদ্ধ সময়সীমা - যেমন সিআরপিসির ১৬৭ ধারার অধীনে চার্জশিট দাখিল করা - কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় বকেয়া গ্রিড প্রকল্প বাস্তবায়ন অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের উলফ রিপোর্টে প্রতিদিন সঠিক বিচারিক পরিসংখ্যান তৈরির গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। এই ধরনের গ্রিড পদ্ধতি ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত পদক্ষেপগুলি সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য। শক্তিশালী মামলা ব্যবস্থাপনা অনুশীলন গ্রহণ অপরিহার্য। আইনি কানাডিয়ান স্ট্যান্ডিং সিনেট কমিটি এবং কনস্টিটিউশনাল অ্যাফেয়ার্স, "বিচার বিলম্বিত করা ন্যায়বিচার অস্বীকার করা" শীর্ষক তার প্রতিবেদনে, শক্তিশালী মামলা এবং মামলা-প্রবাহ ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিকে বিচারিক বিলম্বের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে, সকল ফৌজদারি কার্যধারায়, বিচার এবং আপিল উভয় পর্যায়েই কঠোর প্রাক-বিচার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত হয়। সক্রিয় মামলা ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে:

(i) প্রকৃত বিষয়গুলির প্রাথমিক সনাক্তকরণ;

(ii) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, দায়িত্বশীল পক্ষ এবং সময়সীমা সম্পর্কে স্পষ্টতা প্রতিষ্ঠা করা—বিশেষ করে মামলার অগ্রগতির সময়সূচীর প্রাথমিক নির্ধারণের মাধ্যমে;

(iii) মামলার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং বিচারিক নির্দেশাবলীর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা;

(iv) একক শুনানিতে একাধিক সমস্যা সমাধান করে এবং অপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম এড়িয়ে বিলম্ব কমানো;

(v) মামলা প্রক্রিয়ায় সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সহযোগিতা প্রচার করা; এবং

(vi) মামলা ব্যবস্থাপনাকে সুগম করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

২ (১৯৯৬) ২ এসসিসি ১৯৯

৩ (২০০৬) ৮ এসসিসি ১

৭) ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে মামলা ব্যবস্থাপনা ফৌজদারি কার্যবিধিরও উল্লেখ করা হয়েছে।

৮) বিজ্ঞ অ্যামিকাস আরও বলেছেন যে খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, অযোগ্য আপিলগুলি নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা করা উচিত। পাঞ্জাব রাজ্য বনাম ব্রিজেশ্বর সিং মামলায় নির্ধারিত ন্যায্য ও স্বচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত সরকারি আইনজীবীদের নিয়োগ করা উচিত।

৯) বিচারকের পদত্যাগের তারিখের অনেক আগেই হাইকোর্টের বিচারকদের শূন্যপদ পূরণ করা উচিত। বিচারাধীন আপিলগুলি মোকাবেলা করার জন্য অ্যাডহক বিচারকদের নিয়োগ করা উচিত।

১০) যেখানে আপিলের বিচার বেশি, সেখানে অন্যান্য রাজ্যের সমসাময়িক এখতিয়ারের আদালতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। দ্রুত বিচার পরিচালনা এবং আপিল নিষ্পত্তির সুবিধার্থে প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। চার্জশিট দাখিল হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত কাগজপত্রের ইলেকট্রনিক অনুপতি পরিবেশন করা উচিত। ট্র্যাফিক অপরাধের মতো নির্দিষ্ট কিছু মামলার দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাক্ষ্য নথি করা যেতে পারে, বিশেষ করে ডাক্তার এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য যারা বাইরের চাকরিতে থাকতে পারেন এবং সরকারী দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং আদালতে আসতে হলে তাদের ক্ষতি হয়। বার সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশের কর্মসংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে। মামলা স্থগিত রাখা এড়াতে চেষ্টা করতে হবে। আপিল শুনানির জন্য সময়সূচী নির্ধারণ করতে হবে যা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

<u>বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের দাখিল</u>

১১) বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল দাখিল করেছেন যে সরকার বিচার বিভাগকে সহায়তা করার জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে যাতে আদালতের জন্য উন্নত অবকাঠামো প্রদান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে কম্পিউটারাইজেশন, বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত মামলা-মোকদ্দমার ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে নীতি ও আইনী ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া। ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কম্পিউটারাইজড আদালতের সংখ্যা ১৬,০৮৯ এ উন্নীত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১,৬৭০ কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদিত হয়েছে। ৫০০টি আদালত এবং কারাগারে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা চালু করা হয়েছে। জাতীয় বিচারিক ডেটা গ্রিডে ৬.৩৬ কোটি নিষ্পত্তি এবং ২.৫ কোটি বিচারাধীন মামলার তথ্য রয়েছে। ৫.২৪ কোটি আদেশ/রায় পাওয়া যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে শূন্যপদ পূরণের জন্য <u>পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।</u>

৪ (২০১৬) ৬ এসসিসি ১

১১. জেলা ও অধস্তন আদালতে বিচারক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ হাইকোর্ট এবং রাজ্য সরকারের এখতিয়ারভুক্ত। বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসরিত প্রকল্প (সিএসএস) এর আওতায় মোট ৫৯৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা ও অধস্তন আদালতের বিচারক/বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৭,৫৭৬টি কোর্ট হল এবং ১৪,৩৬৩টি আবাসিক আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও, ২,৮৫২টি কোর্ট হল এবং ১,৬২২টি বাড়ি নির্মাণাধীন রয়েছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশন ৪,১৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য পাঁচ বছরের জন্য ১৮০০টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট (এফটিসি) প্রতিষ্ঠা করে বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। প্রধান বিচারপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীদের যৌথ সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে, সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে রাজ্য এবং বিচার বিভাগের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য অনুরোধ করেছে। অবকাঠামো এবং ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্পের সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ধারা ৪৩৬ক সিআর.পি.সি. বাস্তবায়ন এবং বিচারাধীন পর্যালোচনা কমিটির ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আদালতে মামলা পরিচালনা সহজ করার জন্য বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ আইন, ২০১৫ অবহিত করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইন এবং ১৮৮১ সালের আলোচনাযোগ্য দলিল আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত প্রধান বিচারপতিদের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা মামলার বকেয়া পরিশোধের জন্য বকেয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে। উচ্চ আদালত এবং জেলা আদালতে মামলার জট কমাতে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট একটি বকেয়া কমিটিও গঠন করেছে। জাতীয় আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ দরিদ্রদের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ব্যবস্থা প্রদান করে। লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার ফলে জনসাধারণের জন্য লোক আদালতে বিচারের প্রয়োজন না হয়ে আপোষের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সরকার মামলাকারীদের সহায়তা করার জন্য ন্যায় মিত্রদের নিযুক্ত করার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

১২) বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল উপস্থাপন করেছেন যে আরও বিচারক নিয়োগ এবং উন্নত সমন্বয় ও পরিকল্পনার মাধ্যমে আপিল নিষ্পত্তিতে বিলম্ব মোকাবেলা করা যেতে পারে। আরও বলা হয়েছে যে, যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে, আপিলের অনুমতি বা এমনকি আপিলের আবেদনগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে, যা আদালতের বোঝা কমিয়ে দেবে।

১৩) বিজ্ঞ অ্যামিকাস এবং বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের মূল্যবান সহায়তার জন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সমস্যাটির বিবেচনা

১৪) যদিও প্রাথমিকভাবে হাইকোর্টে ফৌজদারি আপিলের শুনানি বিলম্বিত হওয়ার পরিস্থিতির প্রতিকারের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, তবুও বিজ্ঞ অ্যামিকাস এবং বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল সর্বস্তরে দ্রুত ন্যায়বিচারের বিষয়টি নিয়ে আদালতকে সাধারণভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন। আমরা দ্রুত ন্যায়বিচারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে চিন্তা করা উপযুক্ত বলে মনে করি কারণ এই দিকগুলি হাইকোর্ট কর্তৃক ফৌজদারি আপিলের শুনানির বিলম্বিত হওয়ার বিষয়টির সাথে অবিচ্ছেদ্য। আমরা যে প্রথম প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করি তা হল, হাইকোর্টের এখতিয়ারের প্রকৃতি এবং বর্তমান কাজের পরিমাণ বিবেচনা করে, ফৌজদারি আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তির প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত কিনা, নাকি বিচারিক কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে কিনা। দ্বিতীয়ত, যখন দ্রুত ন্যায়বিচার সরাসরি সেরা প্রতিভাদের সময়মত নিয়োগের সাথে যুক্ত, তখন সকল স্তরে বিচারক নিয়োগের বিদ্যমান ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে কিনা। তৃতীয়ত, সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সহ সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের পরিকল্পনা এবং তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা কী হতে পারে। চতুর্থত, অযাচিত ঘন ঘন ধর্মঘট ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকারকে কীভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

১৫) আমরা সচেতন যে উপরোক্ত বিষয়গুলি মূলত নীতিগত বিষয়। আদালত পুনর্গঠন এবং বিচার প্রশাসনের বিষয়টি নির্বাহী বিভাগ এবং আইনসভার বিবেচনার বিষয়। তবে, যেহেতু বিষয়টি দ্রুত ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকারকে প্রভাবিত করে, তাই এই আদালত বারবার উপস্থাপিত সমস্যাটি খতিয়ে দেখতে অস্বীকার করতে পারে না, যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং বিষয়টি বিবেচনা এবং পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা যায়।

১৬) সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে দ্রুত ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার মৌলিক অধিকারের অংশ, এতে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। সংবিধানের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য জাতীয় কমিশন সুপারিশ করেছে যে দ্রুত ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকারকে একটি স্পষ্ট মৌলিক অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।[৫]

১৭) বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে বিষয়টি বিবেচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ইমতিয়াজ আহমেদ বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায়,[৬] হাইকোর্ট কর্তৃক স্থগিতাদেশ দেওয়া ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনার জন্য নেওয়া হয়েছিল। একটি প্রতিবেদন বিবেচনা করে, আদালত উল্লেখ করেছে:

৫ অনিতা কুশওয়াহা বনাম পুশাপ সুদান (২০১৬) ৮ এসসিসি ৫০৯, অনুচ্ছেদ ৩১

৬ (২০১২) ২ এসসিসি ৬৮৮

"(ক) স্থগিতাদেশের তারিখ থেকে ৯% মামলা বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন।

(খ) প্রায় ২১% মামলা দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন।

(গ) প্রতিটি মামলার গড় বিচারাধীনতা (স্থগিতাদেশের তারিখ থেকে ২৬-৭-২০১০ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে) প্রায় ৭.৪ বছর।

(ঘ) অভিযোগপত্রটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পাওয়া গেছে যেখানে মামলাগুলি স্থগিত করা হয়েছিল, প্রায় ৩২% মামলা এই বিভাগের আওতাধীন। পরবর্তী দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে 'উপস্থিতি' এবং 'সমন', যার প্রতিটিতে মোট মামলার ১৯% অন্তর্ভুক্ত। যদি 'উপস্থিতি' এবং 'সমন' বিনিময়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তারা সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক স্থগিতাদেশ আদেশের জন্য দায়ী থাকবে।"

১৮) বিলম্ব দূর করার জন্য অতিরিক্ত আদালত স্থাপনের লক্ষ্যে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য এই আদালত আইন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে।

১৯) তদনুসারে, আইন কমিশন ২০১৪ সালের জুলাই মাসে প্রদত্ত তাদের ২৪৫তম প্রতিবেদনে বিষয়টি পরীক্ষা করে এবং ক্যাডার শক্তি পর্যালোচনার সুপারিশ করে। কমিশন উল্লেখ করে যে বিশাল জটলা থাকার কারণে ব্যবস্থাটি সময়মত ন্যায়বিচার প্রদান করতে অক্ষম, যার জন্য বিচারক শক্তি অপর্যাপ্ত ছিল। এটি উল্লেখ করে যে কিছু দেশে বাধ্যতামূলক সময়সীমা প্রদান করা হয়েছিল। পি. রামচন্দ্র রাও বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায়, [৭] এই আদালত বাধ্যতামূলক সময়সীমা নির্ধারণের পক্ষে ছিল না। পরিবর্তে অ-বাধ্যতামূলক ডিরেক্টরি নির্দেশিকা গ্রহণ করা যেতে পারে। আইন কমিশনের ১৪তম প্রতিবেদনে একটি সময়সীমার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যা পরবর্তী আইন কমিশনের প্রতিবেদনগুলিতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। মালিমথ কমিটি দুই বছরের সময়সীমা ব্যবহার করার সুপারিশ করেছিল যার মাধ্যমে ব্যবস্থায় বিলম্ব এবং বকেয়া পরিমাপ করা উচিত। ব্যক্তিগতকৃত সময়মত ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণের জন্য মামলা-নির্দিষ্ট সময়সূচী গ্রহণ করা হয়। কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন সমস্ত মামলাকে জটলা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। সমস্ত জটলা মামলা তিন বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা উচিত এবং বর্তমান মামলাগুলি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা উচিত। কমিশন বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি বিবেচনা করেছে যাতে প্রত্যাশিত সময়সীমার মধ্যে বর্তমান মামলা পরিচালনা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া নিষ্পত্তি উভয়ই করা যায়। লক্ষ্য করা সমস্যাগুলির মধ্যে একটি ছিল বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ এবং সময়মতো সেগুলি পূরণ করতে ব্যর্থতা।

৭ (২০০২) ৪ এসসিসি ৫৭৮

বিলম্ব এবং বকেয়া কেবল বিচারিক আদালতেই নয়, সমগ্র বিচার ব্যবস্থায় একটি ধারণা ছিল। যদি বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি বৃদ্ধি পায় তবে বিষয়টি উচ্চতর আদালতে রাখা যেতে পারে। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং সহায়তা কর্মীও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সময়োপযোগীতা এবং কার্যকারিতা বেঞ্চ চিহ্নের মতো ভাল বিচার বিভাগীয় পরিচালনার অনুশীলনগুলিও আলোচনা করা হয়েছিল। দেখা গেছে যে উচ্চ আদালতগুলি ইতিমধ্যে ব্যাকলগ হয়ে গেছে এবং ১০ টি নতুন ফাইলিংয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম নয়। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে বিভিন্ন ধরণের মামলার জন্য অ-বাধ্যতামূলক সময়সীমা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। বিচারক এবং মামলাকারীদের স্পষ্ট প্রত্যাশা না থাকলে বিলম্বের জন্য জবাবদিহিতা খুব কম হবে।

২০) এরপরে, বিষয়টি ইমতিয়াজ আহমেদ বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায় বিবেচনা করা হয়েছিল। এই আদালত তাতে নির্ধারিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাডার শক্তির পর্যালোচনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। তবে, উক্ত রায়টি অধস্তন বিচার বিভাগের জন্য বিচারকদের সংখ্যা এবং জেলা বিচার বিভাগের জন্য পরিকাঠামো নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছে বলে মনে হয়।

উচ্চ আদালতে বিচারাধীন পাঁচটি বহু পুরনো মামলার সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা, বিশেষ করে বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে ফৌজদারি আপিল-সাংবিধানিক আদালতের ভিড় কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২১) আখতার বি বনাম এমপি রাজ্য -তে, এই আদালত অনুরোধ করেছে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন ফৌজদারি আপিল নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে,

২২) ২০১৬ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতিদের যৌথ সম্মেলনে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং এটি সমাধান করা হয়েছিলঃ

"৮) বিলম্ব এবং বকেয়া কমিটি:

xxx xxx xxx

সমাধান করেছেন যে

(i) সমস্ত হাইকোর্ট পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে;

(ii) যে উচ্চ আদালতগুলিতে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বকেয়া মামলাগুলি কেন্দ্রীভূত রয়েছে সেগুলি মিশন মোডে তাদের নিষ্পত্তি সহজতর করবে;

৮ (২০১৭) ৩ এসসিসি ৬৫৮

৯ অনুচ্ছেদ ৪৩

১০ (২০০১) ৪ এসসিসি ৩৫৫

(iii) উচ্চ আদালতগুলি পর্যায়ক্রমে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা মামলাগুলি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে;

(iv) জেলা আদালতে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন মামলাগুলির নিষ্পত্তি অগ্রাধিকার দেওয়ার সময়, জেলা বিচার বিভাগের বিচারকদের জন্য অতিরিক্ত প্রণোদনা বিবেচনা করা উচিত যেখানে 'সম্ভব'; এবং

(v) মামলা-প্রবাহ ব্যবস্থাপনার নিয়ম জোরদার করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হোক।"

২৩) প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে দীর্ঘমেয়াদী বিচারাধীন মামলা, বিশেষ করে পাঁচ বছরের বেশি, এখনও একটি গুরুতর বিরোধিতা। হাইকোর্টে ১৬.২৯ লক্ষ মামলা পাঁচ বছরের বেশি পুরনো এবং ৭.৪৩ লক্ষ মামলা দশ বছরের বেশি পুরনো। যেহেতু বর্তমান নিষ্পত্তির হার নতুন মামলা দায়েরের তুলনায় কম, তাই যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পুরনো মামলা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কম। হাইকোর্টের বিচারকদের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ ব্যবস্থাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত অবকাঠামো এবং অন্যান্য চলমান পদক্ষেপের কারণে অধস্তন আদালতে মামলা নিষ্পত্তির হার বেশি হওয়ার কারণে উচ্চ আদালতে কাজের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে, একই মামলাগুলি উচ্চ আদালতে আটকে থাকলে অধস্তন আদালতে মামলা নিষ্পত্তি অপর্যাপ্ত। তদুপরি, নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা হাইকোর্টের সামনে আইনগত প্রতিকার প্রদান করে। উপরন্তু, সাংবিধানিক আদালতের বিচারকদের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা অন্যান্য বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যবস্থার মতো নয়।[12] যদিও এই ধরনের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই, তবুও বিপুল সংখ্যক বিচারকের নিয়োগ বিপরীতমুখী হতে পারে। যদি সাংবিধানিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হলে, এই আদালতের উপর অর্পিত কাজের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর প্রভাব পড়তে পারে।

১১ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে (www.supremecourtofindiক.nic.in) অথবা (http://supremecourtofindiক.nic.in/pdf/CourtNews/COURT_NEWS_Vol_XI_Issue_No4_October_to_December_২০১৬.pdf) ১২ (১৯৯৭) ৩ এসসিসি ২৬১ – অনুচ্ছেদ ৭৮: "... উচ্চ আদালতের বিচারকদের সংবিধান সমুন্নত রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে, তাদের এটি ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাদেরই নিশ্চিত করতে হবে যে সংবিধান দ্বারা পরিকল্পিত ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা হচ্ছে এবং আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগ তাদের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করছে না। অধস্তন আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল পরিচালনাকারীদের দ্বারা প্রদত্ত বিচারিক সিদ্ধান্তগুলি আইনি সঠিকতা এবং বিচারিক স্বাধীনতার কঠোর মানদণ্ডের লঙ্ঘন না করে তা তদারকি করাও তাদের সমান কর্তব্য। সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যা স্বাধীনতা নিশ্চিত করে উচ্চতর বিচার বিভাগের বিচারকরা, অধস্তন বিচার বিভাগের বিচারকদের কাছে বা সাধারণ আইন দ্বারা তৈরি ট্রাইব্যুনাল পরিচালনাকারীদের কাছে উপলব্ধ নন..."

এই ধরনের আদালতে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ থাকা সাংবিধানিক আদালতের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা দেখায়। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে সাংবিধানিক আদালতের সামনে কাজের প্রকৃতি বিশেষত আইন প্রণয়ন করা সময়সাপেক্ষ। এই ধরনের আদালতগুলির উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যায় না।

২৪) 'এই আদালতের বকেয়া কমিটি অধস্তন আদালতগুলিতে শূন্যপদ পূরণ এবং বকেয়া দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরও ভাল পর্যবেক্ষণ, আরও ভাল পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচনের মতো অন্যান্য পদক্ষেপগুলি অধস্তন আদালতগুলিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করতে পারে, সাংবিধানিক আদালতের কাজকর্ম বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। বিচারাধীনতা এবং নিষ্পত্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকায়, কমিটি বিচারের প্রশাসনের কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং দ্রুত ন্যায়বিচারের সাংবিধানিক লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী পরিবর্তন সহ বিচারিক সংস্কারের বিষয়গুলি অন্বেষণ করতে অংশীদারদের সাথে মতবিনিময়ের সুপারিশ করেছে। "তদনুসারে, ৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অংশীদারদের সাথে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিবেচিত বিষয়গুলি ছিলঃ

“i) সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আপিল থেকে মামলার আপিল বাতিল করা।

ii) সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে মামলার ভিড় কমাতে ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা।

iii) অধস্তন আদালতে শূন্যপদ পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থা।

iv) আদালতে ভিডিও নথি এবং কনফারেন্সিং এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিডিও তদন্ত।

v) আইনি পেশায় সংস্কার।

vi) জামিন এবং বিচারাধীন মামলার মামলা মঞ্জুর করার বিষয়টি।”

২৫) উক্ত বৈঠকে লক্ষ্য করা গেছে যে, বেশিরভাগ হাইকোর্টের নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম ছিল। এর জন্য ন্যায়বিচারের প্রশাসনের কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। পরামর্শগুলির মধ্যে একটি ছিল যে সাংবিধানিক আদালতের সামনে প্রদত্ত বিধিবদ্ধ প্রতিকারগুলি বিকল্প মঞ্চে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে আপিল আদালতগুলি জেলা আদালতের উপরে কিন্তু হাইকোর্টের নীচে স্থাপন করা যেতে পারে। এই ধরনের আদালতগুলি আপিলের ক্ষেত্রে একাধিক সদস্য থাকতে পারে, আংশিকভাবে প্রবীণ জেলা বিচারকদের থেকে নেওয়া এবং আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি বার থেকে নিয়োগ করা হতে পারে। ২৩শে মার্চ, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বকেয়া কমিটির সভার ১৩ মিনিট

যদি উপরের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হয়, তবে হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন আপিলগুলি এমন বেঞ্চগুলিতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

২৬) একটি কার্যকর আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে যেখানে রাষ্ট্র, উচ্চ আদালতের সাথে পরামর্শ করে, সমস্ত বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর আপিল বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা উচ্চ আদালত থেকে বিকল্প ফোরামে স্থানান্তর করতে পারে।

১৪ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বকেয়া কমিটির সভার কার্যবিবরণী থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি:

"উপলব্ধ পরিসংখ্যানের রেফারেন্স থেকে দেখা যাচ্ছে যে হাইকোর্টগুলিতে পাঁচ বছরেরও বেশি পুরনো মামলার বিচারাধীনতা ছিল মোট বিচারাধীন মামলার ৪০% এরও বেশি এবং পাঁচ বছরেরও বেশি পুরনো মামলার পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশিরভাগ হাইকোর্টে ফৌজদারি আপিল পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন ছিল এবং দ্রুত ন্যায়বিচারের সাধারণ মামলার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এই ধরনের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বেশিরভাগ হাইকোর্টে, ফৌজদারি আপিলের নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম ছিল। ফৌজদারি মামলার সিদ্ধান্তে বিলম্ব, বিশেষ করে গুরুতর মামলার ক্ষেত্রে যেখানে জামিন দেওয়া নিরাপদ ছিল না, সন্তোষজনক পরিস্থিতি ছিল না। হাইকোর্টে ফৌজদারি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার বিকল্প না থাকলে, কাঠামোগত বিকল্প অনুসন্ধান করা সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। হাইকোর্টে আপিলের অন্যান্য ক্ষেত্র রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় আপিল, বৈবাহিক বিষয়, দুর্ঘটনাজনিত দাবির মামলা, ভূমি অধিগ্রহণ মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন, কিন্তু উচ্চ আদালতে মামলার বিচারাধীনতা বেশি এবং এই ধরনের আপিলের নিষ্পত্তিতে সময় লাগে বলে হাইকোর্ট পর্যায়ে সেগুলি আটকে থাকে। পরিসংখ্যান দেখায় যে বেশিরভাগ হাইকোর্টে নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম ছিল এবং ১৬.২৯ লক্ষ মামলা পাঁচ বছরেরও বেশি পুরনো ছিল। ১০ বছরের পুরনো মামলার পরিসংখ্যান হল হাইকোর্টে ৭.৪৩ লক্ষ এবং অধস্তন আদালতে ২০ লক্ষেরও বেশি।

অতএব, বিচার প্রশাসনের কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলি কেবল মূল সাংবিধানিক কার্য সম্পাদন করতে পারবে, অন্যদিকে আপিল আদালত কর্তৃক সংবিধিবদ্ধ আপিল বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ কার্যাবলী একটি বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করা যাবে, যা, শ্রেণিবিন্যাসে, জেলা বিচারকদের চেয়ে উচ্চতর হবে কিন্তু হাইকোর্টের নীচে হবে। এই ক্যাডারে আংশিকভাবে উচ্চতর বিচার বিভাগীয় পরিষেবা থেকে এবং আংশিকভাবে কেন্দ্রীভূত নিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বার থেকে নির্বাচিত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই ধরণের বেঞ্চগুলির দ্বারা অর্জনের জন্য নিষ্পত্তির নিয়ম/লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে এবং এর আলোকে প্রতিটি হাইকোর্টের এখতিয়ারের মধ্যে বেঞ্চের সংখ্যা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিচারাধীন আপিল বা অন্তত নির্দিষ্ট শ্রেণীর আপিল এই ধরণের বেঞ্চে স্থানান্তর করা যেতে পারে। কর্মক্ষমতা, সততা এবং উপযুক্ততার ভিত্তিতে, আপিল বেঞ্চের সদস্যদের হাইকোর্টে উন্নীত করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। ধারা ২২৬/২২৭ এর অধীনে হাইকোর্টে স্থানান্তরের প্রতিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে আরেকটি আপিল ফোরাম তৈরি করলে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের ডকেটের বোঝা কমবে না। কারণ, বর্তমান প্রবণতা অনুসারে, প্রতিটি মামলা উচ্চতর ফোরামে এবং সুপ্রিম কোর্ট না হলেও অন্তত হাইকোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যাইহোক, ২২৬/২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের সাংবিধানিক এখতিয়ারে হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত এবং তথ্য ও আইনের ভিত্তিতে আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো নয়।"

সাংবিধানিক প্রতিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এটি একটি অতিরিক্ত ফোরাম তৈরি করবে না যার ফলে দ্রুত নিষ্পত্তির পরিবর্তে মামলার দীর্ঘ সময়কাল হবে। ধারা ২২৭ এর অধীনে সাংবিধানিক প্রতিকার একটি বিধিবদ্ধ আপিল থেকে আলাদা ছিল।[১৫]

২৭) সভায় বিবেচিত পরামর্শগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন, আইনি পেশায় সংস্কার, তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) অনুসারে নির্দিষ্ট সময়সীমা সহ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধের জন্য সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।[১৬] এরপর সুপ্রিম কোর্টের বকেয়া কমিটির সাথে হাইকোর্টের বকেয়া কমিটির বৈঠকেও বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল।

২৮) ভারতের আইন কমিশনের ১২৪তম প্রতিবেদনে (১৯৮৮), "হাইকোর্টের বকেয়া - একটি নতুন চেহারা" শিরোনামে, আইন কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানেই সম্ভব, আপিলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিস্তৃত মূল এখতিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস করা উচিত, ন্যায়বিচারের মানকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আইন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি হল আপিলের সংখ্যা হ্রাস করা এবং হাইকোর্টগুলিতে কাজের প্রবাহ কমাতে বিশেষজ্ঞ আদালত/ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা।

২৯) গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড বনাম এসার পাওয়ার লিমিটেড মামলায়ও এই আদালতে সরাসরি আপিলের বিধান সংশোধনের আকাঙ্ক্ষিততা বিবেচনা করা হয়েছিল। সেখানে, এই আদালত সর্বোচ্চ আদালতের অনন্য ভূমিকা বিবেচনা করে পর্যবেক্ষণ করেছে যে সাংবিধানিক আদালতের উপর অতিরিক্ত চাপ সংবিধানের কার্যকারিতার জন্য অবাঞ্ছিত। সাংবিধানিক আদালতের সামনে নিয়মিত প্রকৃতির ভারী কাজ তাদের নির্ধারিত মূল ভূমিকাকে প্রভাবিত করে। আইন কমিশনকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছিল।

৩০) আইন কমিশন তার ২৭২তম প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ট্রাইব্যুনালের আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য আপিল ট্রাইব্যুনালই উপযুক্ত, যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া উচিত। নিয়মিতভাবে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে কোনও বিধিবদ্ধ আপিল করা উচিত নয়। উক্ত সুপারিশগুলির উপর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে মনে হয়।

১৫ রাধে শ্যাম বনাম ছবি নাথ (২০১৫) ৫ এসসিসি ৪২৩; সীতা রাম বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৭৯) ২ এসসিসি ৬৫৬

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের জন্য বকেয়া কমিটির সাথে আলোচনার ১৬ মিনিট

৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আদালত

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের জন্য বকেয়া কমিটির সাথে আলোচনার ১৭ মিনিট

২২শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আদালত

১৮ (২০১৬)৯ এসসিসি ১০৩

১৯ আইন কমিশনের রিপোর্টের ৮.২৩

৩১) যেহেতু একটি বিচার এবং একটি আপিল গুরুতর প্রকৃতির ফৌজদারি মামলায় ন্যায়বিচারের সুষ্ঠু প্রশাসনের উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়, তাই মূল ফোরামে এবং একটি আপিল ফোরামে বিচার অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে হতে হবে যা আইন কমিশন এবং মালিমথ কমিশন দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে এক থেকে দুই বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়। একই সাথে, প্রতিকারের একাধিক স্তর নির্মূল করা দরকার। অনুচ্ছেদ ২২৭ প্রতিকার, যেমন আগে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে একটি রায়ে বিকৃতি বা পেটেন্ট ত্রুটির বিরুদ্ধে বোঝানো হয়।

৩২) প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপই ফৌজদারি আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তির পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে পারেনি। গৃহীত পদক্ষেপগুলি কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি বা অন্য কোনও কারণে বাধাগ্রস্ত হয়।

৩৩) তদনুসারে, আমাদের অভিমত হল যে, বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের আগে ফৌজদারি আপিল এবং অন্যান্য বিষয়গুলি কার্যকর করা সম্ভব কিনা তা ভারত ইউনিয়নের বিবেচনা করা উচিত। যদি না হয়, দ্রুত ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বা পরিস্থিতির প্রতিকার করার জন্য এই ধরনের আপিলের জন্য অন্য কোনও উপযুক্ত ফোরাম সরবরাহ করা সম্ভব কিনা। গুজরাট উর্জা (উপরে)-তে যেমন দেখা গেছে, সাংবিধানিক আদালতগুলিতে নিয়মিত বিধিবদ্ধ আপিল প্রদানের কার্যকারিতা না থাকার বিষয়টিও বিবেচনা করার প্রয়োজন হতে পারে।

<u>সর্বোত্তম উপলব্ধ প্রতিভা সহ সমস্ত স্তরে শূন্যপদ পূরণ করা</u>

৩৪) উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, যে পদক্ষেপগুলি অবিলম্বে বিবেচনা করা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম উপলব্ধ প্রতিভা সহ সমস্ত স্তরে শূন্যপদগুলি সময়মতো পূরণ করা। ১৪ "আইন কমিশন ১৯৫৮ সালে তার প্রতিবেদনে অধস্তন বিচার বিভাগের জন্য সর্বোত্তম প্রতিভা থাকার বিষয়টি পরীক্ষা করে, এটি সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা এবং সর্বভারতীয় বিচার বিভাগীয় পরিষেবা গঠনের পরামর্শ দেয়। সর্বভারতীয় বিচারক সমিতি বনাম ভারত সংঘে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ভারত ইউনিয়নকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই আদালত সমস্ত স্তরে শূন্যপদগুলি সময়সীমার মধ্যে পূরণ করার নির্দেশও দিয়েছে, ইউনিফর্ম, নিয়োগের পদ্ধতিটি প্রযোজ্য নিয়মগুলি সংশোধন করে <u>অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।</u>

২০ দাদু ওরফে তুলসীদাস বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০০) ৮ এসসিসি ৪৩৭, অনুচ্ছেদ ১৭

২১ (১৯৯২) ১ এসসিসি ১১৯ – অনুচ্ছেদ ১২

২২ (২০০৮) ১৭ এসসিসি ৭০৩ – মালিক মাজহার সুলতান (৩) এবং আন. বনাম ইউপি জনসাধারণের পরিসেবা

যোগাযোগ এবং অন্যান্যরা – অনুচ্ছেদ ৭

২৩ (২০০২) ৪ এসসিসি ২৪৭– সর্বভারতীয় বিচারক সমিতি বনাম ইউওআই, অনুচ্ছেদ ২৭

৩৫) ৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের এই আদালতের বকেয়া কমিটির কার্যবিবরণীর উপর নির্ভর করে, যাতে সর্বোত্তম প্রতিভা দিয়ে সমস্ত শূন্যপদ সময়মতো পূরণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, ভারত সরকারের বিচার বিভাগ, ২৮শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের এই আদালতের মহাসচিবকে সম্বোধন করা চিঠিতে বলেছে যে একটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থার ধারণাটি বিবেচনা করা উচিত। উক্ত চিঠিটি তৎকালীন ভারতের প্রধান বিচারপতি ২০১৭ সালের সুও মোটু রিট (দেওয়ানী) নং ১ (ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থার বিষয়ে) হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞ অ্যামিকাস কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নোট দিয়েছেন, যা ২৮শে জুলাই, ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্য এবং হাইকোর্টে প্রচার করা হয়েছিল।তবে বিষয়টি এখনও বিচারাধীন। আমরা যে বিচারিক আদেশ জারি করতে হবে সে সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত রয়েছি। বলা বাহুল্য, একটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থা স্থাপন সেরা প্রতিভাদের সময়মত নিয়োগ নিশ্চিত করতে অনেক সাহায্য করবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিলম্ব না করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে সময়মত এবং মানসম্পন্ন নিয়োগ নিশ্চিত করা যায়।

৩৬) সাংবিধানিক আদালতে নিয়োগ কলেজিয়াম পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমনটি সুপ্রিম কোর্ট নথিতে আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত ইউনিয়ন[২৬] এবং বিচারকদের স্থানান্তর এবং নিয়োগ সম্পর্কিত ১৪৩(১) ধারার অধীনে বিশেষ রাষ্ট্রপতি রেফারেন্সে এই আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ৯৯তম সংশোধনী অনুসারে, জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (এনজেএসি) দ্বারা উক্ত ব্যবস্থাটি প্রতিস্থাপনের দাবি করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট নথিতে আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় এই আদালত উক্ত সংশোধনীটি বাতিল করে দেয়। তবে, দেখা গেছে যে কলেজিয়াম পদ্ধতির কার্যকারিতা উন্নত করা প্রয়োজন। তদনুসারে, সংশোধনীটি বাতিল করার সময়, আদালত ১৬ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছে:

২৪) "১) আমরা আপাতদৃষ্টিতে মনে করি যে, অধস্তন বিচারকদের নির্বাচন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত করার জন্য কয়েকটি হাইকোর্টের উত্থাপিত আপত্তিগুলি আমাদের ১০.০৭.২০১৭ তারিখের আদেশে যথাযথভাবে সমাধান করা হয়েছে। তবে, মনে হচ্ছে এখনও কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। এটি স্পষ্টতই একটি সম্ভাব্য ভুল যোগাযোগের কারণে। তাই, আমরা বিজ্ঞ অ্যামিকাস কিউরি, জনাব অরবিন্দ পি. দাতারকে একটি 'ধারণা নোট' প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করা ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত বলে মনে করি, যাতে আমাদের ১০.০৭.২০১৭ তারিখের আদেশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় এবং উত্থাপিত আপত্তিগুলি কীভাবে সন্তুষ্ট হয়েছে তা নির্দেশ করা হয়। 'ধারণা নোট' এই মামলার নথিতে রাখা হবে এবং পরবর্তী শুনানির তারিখের আগে রাজ্য বা হাইকোর্টের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

আবার তালিকাটি ০৪.০৮.২০১৭ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায়"

২৫) এন্ট্রি ১১এ, তালিকা ৩, সংবিধানের সপ্তম তফসিল দেখুন।

২৬) (১৯৯৩) ৪ এসসিসি ৪৪১, অনুচ্ছেদ ৪৭৮(১৩), অনুচ্ছেদ ৪৮০, ৪৮৬।

২৭) (১৯৯৮) ৭ এসসিসি ৭৩৯, অনুচ্ছেদ ৪৪।

২৮) (২০১৬) ৫ এসসিসি ১ – অনুচ্ছেদ ১২৫৫।

২৯) (২০১৬) ৫ এসসিসি ১ – চেলামেশ্বর, বিচারপতি – অনুচ্ছেদ ১২৩৬; লোকুর, বিচারপতি – অনুচ্ছেদ ৯৬৯; কুরিয়ান, বিচারপতি – অনুচ্ছেদ ৯৯০; গোয়েল, বিচারপতি – অনুচ্ছেদ ১১১১:

১২৩৬) ...উপরে উল্লিখিত দুটি মামলাই কেবল ব্যবস্থাটি ব্যর্থ হয়নি। এটি জনসাধারণের নথিতে র বিষয় যে গত ২০ বছরে, কলেজিয়াম ব্যবস্থার আবির্ভাবের পর, হাইকোর্টের কলেজিয়াম কর্তৃক প্রদত্ত বেশ কয়েকটি সুপারিশ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এমন কিছু মামলাও রয়েছে যেখানে এই আদালতের কলেজিয়াম দ্রুত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করে, হাইকোর্ট কলেজিয়াম কর্তৃক প্রদত্ত একটি নির্দিষ্ট নামের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে, যা কলেজিয়ামকে এত দ্রুত পরিবর্তনের জন্য কী কারণগুলি গুরুত্ব দিয়েছে তা নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনার সুযোগ দেয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কিছু ক্ষেত্রে ন্যায্য হতে পারে এবং অন্য ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। এই বিষয়ে কোনও জবাবদিহিতা নেই। এই নথিপত্রগুলি যে কোনও ব্যক্তির, এমনকি এই আদালতের বিচারকদেরও, যারা ভারতের প্রধান বিচারপতি হওয়ার সৌভাগ্য পাননি, তাদেরও নাগালের বাইরে। এই ধরনের পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় না এবং এটি দেশের জনগণের জন্যও মঙ্গলজনক নয়।

৯৬৯. এই ঘোষণার ফলে দ্বিতীয় বিচারক মামলা [(১৯৯৩) ৭ এসসিসি ৪৪১] এবং তৃতীয় বিচারক মামলা [বিশেষ রেফারেন্স নং ১ অফ ১৯৯৮, পুনঃ, (১৯৯৮) ৭ এসসিসি ৭৩৯] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "কলেজিয়াম পদ্ধতি" পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে, (সংশোধিত) স্মারকলিপির সাথে পঠিত এই সিদ্ধান্তগুলিতে বর্ণিত বিচারক নিয়োগের পদ্ধতিটি অবশ্যই সংশোধন করা প্রয়োজন। আমরা আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষে বিজ্ঞ আইনজীবীকে অনুরোধ করেছিলাম যে আবেদনপত্র খারিজ করার ভিত্তিতে এবং আবেদনপত্র গ্রহণের ভিত্তিতে পরামর্শ দিতে। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি, অথবা সর্বোচ্চ, একটি হালকা প্রতিক্রিয়া পাইনি।

৯৯০) সব ঠিক ছিল এবং এখনও ঠিক নেই। এই পরিমাণে, আমি চেলামেশ্বর, বিচারপতি-এর সাথে একমত যে বর্তমান কলেজিয়াম ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার অভাব রয়েছে। আস্থার ঘাটতি কলেজিয়াম ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করেছে, যেমনটি কখনও কখনও নাগরিক সমাজ পর্যবেক্ষণ করে। প্রায়শই, অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ - এবং অনেক সময় ভিত্তিহীন নয় - উত্থাপিত হয়েছে যে এর পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত কারণে যোগ্য ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে; সামাজিক এবং অন্যান্য জাতীয় বাস্তবতা উপেক্ষা করা হয়েছে; কিছু নিয়োগ ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বিত করা হয়েছে যাতে হয় স্বার্থান্বেষী পছন্দগুলিকে সুবিধা দেওয়া যায় অথবা কম পৃষ্ঠপোষকদের এই সুবিধাগুলি বঞ্চিত করা যায়। পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বা পছন্দের ব্যক্তিদের নির্বাচন নির্দেশিকাগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘন করে করা হয়েছিল, যার ফলে অযোগ্য - যদি খারাপ না হয় - নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কলেজিয়ামের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব বিচারকদের আত্মসম্মান এবং মর্যাদাকে - যদি স্বাধীনতা না হয় - গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আদালত, বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টকে প্রায়শই "কলেজিয়ামের আদালত" বলা হয়। "অগ্রগামী" সিন্ড্রোম নিরপেক্ষ মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেছে। এই এবং অন্যান্য অভিযোগগুলি বেশ কিছুদিন ধরেই বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই অভিযোগগুলি অবশ্যই গভীর আত্মবিশ্লেষণের দাবি রাখে যে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রাস্টিশিপ সংবিধান প্রণেতাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে কিনা। যদিও কেউ কারণগুলির বিশদ বিশ্লেষণে যেতে চাইবে না, আমি মনে করি যে ট্রাস্টিশিপ ব্যর্থ হয়নি, বরং ট্রাস্টি এবং সহযোগীদের দুর্বলতাই পদ্ধতিটিকে ব্যর্থ করেছে। আমার কাছে, এটি এখনও একটি নিরাময়যোগ্য পরিস্থিতি।

১১১১) যেহেতু ৯৯তম সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর সংশোধনীর পূর্বে বিদ্যমান ব্যবস্থাটি পুনরুজ্জীবিত হবে এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে অভিযোগ প্রকাশ করা হয়েছে, তাই আমার মতে এই ধরনের অভিযোগগুলি বিবেচনা করা উচিত। এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে আবেদনকারীরা পূর্ব-বিদ্যমান নিয়োগ ব্যবস্থার অস্তিত্ব নিয়ে অভিযোগ করেননি বরং বাস্তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে অভিযোগ প্রকাশ করেছেন।

"৫) 'কলেজিয়াম পদ্ধতি'-এর উন্নত কার্যকারিতার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, যদি থাকে, প্রবর্তনের বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য, ৩-১১-২০১৫ তারিখের তালিকা।"

৩৭) বিভিন্ন পরামর্শ যথাযথ বিবেচনার পর, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিষয়টির এই দিকটি নিম্নরূপে সমাধান করা হয়েছে:

১২৫৫. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, ভারত সরকার ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে বিদ্যমান কার্যপ্রণালী স্মারকলিপি চূড়ান্ত করতে পারে। ভারতের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের চারজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কলেজিয়ামের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন:

১২৫৬.১. যোগ্যতার মানদণ্ড: রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকারের (যেখানে প্রযোজ্য) মতামত আমন্ত্রণ জানানো এবং বিবেচনা করার পরে, বিচারক নিয়োগের জন্য কলেজিয়ামের (উভয় স্তরেই হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট) নির্দেশনার জন্য ন্যূনতম বয়সের মতো যোগ্যতার মানদণ্ড নির্দেশ করতে পারে।

১২৫৬.২. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা: বিচারক নিয়োগের জন্য কার্যপ্রণালী স্মারকে বর্ণিত যোগ্যতার মানদণ্ড এবং পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট আদালতের ওয়েবসাইটে এবং ভারত সরকারের বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা উচিত। বিচারক নিয়োগ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কার্যবিবরণীর গোপনীয়তার বিধান রেখে কলেজিয়ামে বিচারকদের ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করা সহ কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসারের জন্য স্মারকলিপিতে একটি উপযুক্ত পদ্ধতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১২৫৬.৩. সচিবালয়: বিচারক নিয়োগ ব্যবস্থার উন্নত ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, কার্যপ্রণালী স্মারকলিপি প্রতিটি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের জন্য একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে পারে এবং এর <u>কার্যাবলী, কর্তব্য এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারে।</u>

যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, বৃহত্তর বেঞ্চের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা না করেই এই আদালত এই দিকটি খতিয়ে দেখতে পারে। আমার মতে, এই ধরণের অভিযোগগুলি বিবেচনা করা উচিত যার জন্য বিষয়টি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন।

১২৫৬.৪) অভিযোগ: বিচারক হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচিত যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ মোকাবেলার জন্য স্মারকলিপিতে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১২৫৬.৫) বিবিধ: নিয়োগ প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন না করে, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কর্তৃক সুপারিশকারী (দের) সাথে মিথস্ক্রিয়া সহ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত অন্য যেকোনো বিষয়ের জন্য কার্যপ্রণালী স্মারকলিপিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩৮) উপরোক্ত রায়ে যে উন্নতির কথা ভাবা হচ্ছে তা আলোর মুখ দেখেনি বলে মনে হয়। বিচারপতি সি.এস. কারনানের পর্যালোচনায়, নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা এবং একজন ভুল বিচারকের আচরণের বিরুদ্ধে অভিশংসন ব্যতীত অন্য কোনও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৩৯) আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে আমরা এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন থেকে কোনওভাবেই বিচ্যুত নই যে সাংবিধানিক আদালতের নিয়োগে ভারতের প্রধান বিচারপতির প্রাধান্য থাকবে। একই সাথে, এই প্রাধান্যকে প্রভাবিত না করেও, উপরে বর্ণিত কলেজিয়ামের কার্যকারিতার উন্নতি একটি অনুভূত প্রয়োজনীয়তা। এই আদালতের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সচিবালয় স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে এবং কলেজিয়াম ব্যবস্থার উন্নত ও কার্যকর কার্যকারিতার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়াও, নিয়োগ-পরবর্তী আচরণ, অপর্যাপ্ত কর্মক্ষমতা বা ন্যায়পরায়ণ আচরণ বজায় রাখতে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই দিকগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন।

৩০) (২০১৭) ৭ এসসিসি ১ – অনুচ্ছেদ ৭৭–৭৮:

৭৭) আমাদের মতে, এই মামলাটি তাৎক্ষণিক সমস্যার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ। এই মামলাটি দুটি বিষয় তুলে ধরে:

(১) সাংবিধানিক আদালতে বিচারকদের নির্বাচন এবং নিয়োগের প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা - অর্থাৎ সকল স্তরের বিচার বিভাগের যেকোনো সদস্য; এবং

(২) এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য একটি উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যেখানে সাংবিধানিক আদালতের একজন বিচারকের আচরণের জন্য - অভিশংসন ব্যতীত - সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

৭৮) ... সাংবিধানিক আদালতের সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচিত প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে তা এমন একটি বিষয় যা সংশ্লিষ্ট সকলের - বার, বেঞ্চ, রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজের - যথাযথ বিতর্কের পরে চিহ্নিত করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয়তাটি প্রশ্নাতীত বলে মনে হচ্ছে।"

৪০. আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারি যে, যদি কোনও হাইকোর্ট স্থায়ী প্রধান বিচারপতি ছাড়াই থাকে, তাহলে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুপ্রিম কোর্ট নথিতে আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারত ইউনিয়ন মামলায় এই আদালতের রায় অনুসারে নিয়োগের জন্য এমওপিতে সময়সীমা থাকা সত্ত্বেও - যে এক মাসের বেশি সময় ধরে কোনও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি থাকবেন না - প্রধান বিচারপতিদের সময়মতো নিয়োগ হচ্ছে না। প্রার্থী যেখানে ইতিমধ্যেই কর্মরত আছেন সেই স্থান ব্যতীত, হাইকোর্টের জন্য কয়েক দিনের জন্য প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ব্যবস্থার জন্য কোনও উদ্দেশ্য সাধন করে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে এই ধরনের নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীদের চিহ্নিত না করা পর্যন্ত হাইকোর্টে প্রাথমিক নিয়োগ করা সম্ভব না হলেও, প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ ভিন্ন ভিত্তিতে হতে পারে, কারণ উপলব্ধ প্রার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে। এই ধরনের প্রার্থীদের দ্রুত শনাক্ত করার জন্য, তথ্যের প্রাপ্যতা এবং সময় দিতে পারে এমন ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার জন্য চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা এবং ধারাবাহিকভাবে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। বিচার বিভাগের সাথে প্রাধান্য প্রয়োজন, কিন্তু এই ধরনের কঠিন কাজের জন্য, কার্যকর সহায়তা অপরিহার্য। সময়ের চাহিদা পূরণ করতে হবে। সমস্যাগুলি পেটেন্ট থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থাটি স্থির বা উদাসীন থাকতে পারে না। যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, বিচারকদের, বিশেষ করে প্রধান বিচারপতিদের, সময়োপযোগী নিয়োগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার তীব্র প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। প্রার্থীদের সনাক্তকরণ, যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন এবং নিয়োগ-পরবর্তী কর্মক্ষমতা পরিমাপ এবং আচরণ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, এবং সময়োপযোগী এবং সর্বোত্তম নিয়োগ নিশ্চিত করতে এবং প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান বাস্তবতা হতে হলে অন্তত কিছু স্বাধীন পূর্ণ-সময়ের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পূর্ণ-সময়ের সংস্থা ব্যবস্থার জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

৩১. (১৯৯৩) ৪ এসসিসি ৪৪১, অনুচ্ছেদ ৪৭৮।

৩২. 'প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ এবং বদলির পদ্ধতি প্রদর্শনকারী স্মারকলিপি' (এমওপি) এর অনুচ্ছেদ ৫:

"৫. হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়োগের প্রস্তাব ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রবর্তিত হবে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হওয়ার প্রত্যাশিত তারিখের কমপক্ষে এক মাস আগে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ সময়ের মধ্যে শুরু করতে হবে। ভারতের প্রধান বিচারপতি নিশ্চিত করবেন যে যখন একজন প্রধান বিচারপতিকে এক হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে স্থানান্তর করা হয়, তখন তার পদে তার উত্তরসূরির একযোগে নিয়োগ করা উচিত এবং সাধারণত একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ব্যবস্থা এক মাসের বেশি করা উচিত নয়।"

এর অনুপস্থিতি ন্যায়বিচার অস্বীকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের এনজেএসি মামলায় এই আদালতের আদেশ অনুসরণ করে এমওপি , কলেজিয়ামের কাজের উন্নতি ঘটায়।

সাংবিধানিক আদালত সহ বিচারিক স্তরের সকল স্তরে কর্মক্ষমতা পরিমাপ এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা

৪১) আইন কমিশনের ২৪৫তম প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে বিচার ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং সংকলনের জন্য একটি ব্যবস্থারও প্রয়োজন যাতে দ্রুত ন্যায়বিচারের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মামলার সিদ্ধান্ত এবং জবাবদিহিতার জন্য একটি অ-বাধ্যতামূলক সময়সীমা থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থা শ্রেণিবিন্যাসের সকল বিচারকের জন্য কর্মক্ষমতা পরিমাপের জন্য মানদণ্ড প্রদান করতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত না করেই একই কাজ করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থারও প্রয়োজন, কিন্তু অভিশংসন ব্যতীত অন্য কোনও ভুল বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা সহ, যেমনটি শ্রী বিচারপতি সি.এস. কারনান (উপরে) -এ উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনি পেশায় সংস্কার-ধর্মঘটের অপ্রয়োজনীয় প্রতিকার।

৪২) দ্রুত ন্যায়বিচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। এটা সর্বজনবিদিত যে, কিছু কিছু জায়গায় ঘন ঘন ধর্মঘট হয়, যা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের মামলাগুলিও সেই কারণে বিলম্বিত হয়। প্রতিটি ধর্মঘটের ফলে বিচার ব্যবস্থার, বিশেষ করে ন্যায়বিচারের ভোক্তাদের অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হয়। তারা ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিচার বিভাগ ও জনসাধারণের সময় নষ্ট হওয়ার কারণে করদাতাদের অর্থ নষ্ট হয়। এই ধরনের ক্ষতি ও হয়রানির জন্য কেউ দায়বদ্ধ নয়।

৪৩) ডঃ আম্বেদকর ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর তাঁর বিখ্যাত ভাষণে সতর্ক করেছিলেন

"আমার মতে প্রথম যে কাজটি আমাদের করতে হবে তা হল আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের সাংবিধানিক পদ্ধতিগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা। এর অর্থ হল আমাদের অবশ্যই বিপ্লবের রক্তাক্ত পদ্ধতিগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। এর অর্থ হল আমাদের অবশ্যই আইন অমান্য, অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহের পদ্ধতি ত্যাগ করতে হবে। যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সাংবিধানিক পদ্ধতির কোনও উপায় অবশিষ্ট ছিল না, তখন অসাংবিধানিক পদ্ধতির জন্য প্রচুর ন্যায্যতা ছিল। কিন্তু যেখানে সাংবিধানিক পদ্ধতিগুলি উন্মুক্ত, এই অসাংবিধানিক পদ্ধতির কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এই পদ্ধতিগুলি নৈরাজ্যের ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যত তাড়াতাড়ি এগুলি পরিত্যাগ করা হবে, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

৪৪) সংবিধান প্রণেতার উপরের সতর্কবার্তা অন্ততপক্ষে আইনী ভ্রাতৃত্বের দ্বারা মেনে চলা প্রয়োজন। বারের ঐতিহ্য রয়েছে যে ন্যায়বিচারের সুযোগকে সহায়তা করার জন্য তাদের পেশাদার দায়িত্বকে অন্য যে কোনও বিবেচনার ঊর্ধ্বে রাখা। পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৪৫) প্রাক্তন-ক্যাপ্টেন হরিশ উপ্পল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং আরেকজন ® মামলায়, এই আদালত বলেছিল যে আইনজীবীদের ধর্মঘটে যাওয়ার বা আদালত বয়কটের আহ্বান জানানোর কোনও অধিকার নেই বা তারা আদালত থেকে বিরত থাকতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে বার অ্যাসোসিয়েশন বা বার কাউন্সিলের আহ্বানের জন্য আদালতকে বিষয়গুলি স্থগিত করার প্রয়োজন হয় না। ধর্মঘট বা আদালত থেকে বিরত থাকা অ-পেশাদার। যদিও উক্ত রায় দেওয়ার পরে ১৫ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, এই আদালতের রায় বারবার 'বহিষ্কৃত' হয়েছে এবং কোনও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আদালতে উপস্থিতির অধিকারের নিয়ন্ত্রণ আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে। এই আদালত আইন কমিশনকে আইনি পেশার জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে যথাযথ পরিবর্তনের পরামর্শ দিতে বলেছে। "আইন কমিশন ২৬৬" প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। সমস্যাটি আইনের শাসনকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

৪৬) মহীপাল সিং রানা (উপরে) মামলায়, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে উচ্চ আদালতগুলি এমন শর্ত নির্ধারণের জন্য নিয়ম তৈরি করতে পারে যার ভিত্তিতে আইনজীবীদের আদালতে অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। অসদাচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক এখতিয়ার বার কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত থাকলেও একজন আইনজীবীকে আদালতে উপস্থিত হতে বাধা দেওয়া যেতে পারে। "এই আদালত আইন কমিশনকে আইনি পেশা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিক খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছে।

৪৭) তদনুসারে, আইন কমিশন আইনি পেশার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দিকগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে। আইন কমিশন তার ২৬৬% রিপোর্টে দেখেছে যে, আইনজীবীদের এই ধরনের আচরণ 'আদালত খোলার' উপর প্রভাব ফেলে এবং বিশেষ করে এটি মামলাগুলির বিচারাধীনতার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

৩৩ (২০০৩) ২ এসসিসি ৪৫

৩৪ (২০১৬)৮ এসসিসি ৩৩৫ - মহিপাল সিং রানা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য

৩৫ অনুচ্ছেদ ২০, ৩০ থেকে ৩৫

৩৬ অনুচ্ছেদ ৫৮

এটি ধর্মঘটের ডাকের কারণে কর্মদিবসের ক্ষতির তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। বিশ্লেষণটি নিম্নরূপঃ

৭.২) উত্তরাখণ্ড রাজ্যে, ২০১২-২০১৬ সময়কালের জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক জমা দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, দেরাদুন জেলার আইনজীবীরা মোট ৪৫৫ দিন ধর্মঘটে ছিলেন - গড়ে প্রতি বছর ৯১ দিন। হরিদ্বার জেলায়, একই সময়ের মধ্যে ৫১৫ দিন ধর্মঘট হয়েছে, গড়ে প্রতি বছর ১০৩ দিন।

৭.৩) রাজস্থানে, যোধপুর হাইকোর্টে ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ১৪২ দিন ধর্মঘট হয়েছে, যেখানে জয়পুর বেঞ্চে ৩০ দিন ধর্মঘট হয়েছে। জেলা পর্যায়ে, আজমীর শুধুমাত্র ২০১৪ সালে ১১৮ দিন ধর্মঘট নথি করেছে এবং ঝালাওয়ারে ২০১২ সালে ধর্মঘটের কারণে ১৪৬ কার্যদিবস হারিয়েছে।

৭.৪) উত্তরপ্রদেশে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ ছিল। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে, বেশ কয়েকটি জেলার অধস্তন আদালতে ধর্মঘটের দিনের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশি বলে জানা গেছে। প্রতি বছর ২৬৫টি নির্ধারিত কর্মদিবসের মধ্যে, পাঁচ বছর ধরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে ধর্মঘটের সময়কাল ছিল নিম্নরূপ: মুজাফফরনগর (৭৯১ দিন), ফৈজাবাদ (৬৮৯ দিন), সুলতানপুর (৫৯৪ দিন), বারাণসী (৫৪৭ দিন), চান্দৌলি (৫২৯ দিন), আম্বেদকর নগর (৫১১ দিন), সাহারানপুর (৫০৬ দিন) এবং জৌনপুর (৫১০ দিন)। ধর্মঘটের কারণে এই আটটি জেলায় বছরে গড়ে ১১৫টি কার্যদিবস নষ্ট হয়, যার ফলে আদালতগুলি প্রতি বছর মাত্র ১৫০ দিন কার্যকর থাকে।

৭.৫) তামিলনাড়ুর অধস্তন আদালতগুলিও উল্লেখযোগ্য ব্যাঘাতের সম্মুখীন হয়। হাইকোর্টের প্রতিবেদন অনুসারে, রাজ্য প্রতি বছর ২২০টি আদালত কার্যদিবস প্রদান করে। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে, বেশ কয়েকটি জেলা ধর্মঘটের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল: কাঞ্চিপুরমে ৬৮৭টি ধর্মঘট দিন (প্রতি বছর গড়ে ১৩৭.৪ দিন), কন্যাকুমারীতে ৫৮৫ দিন (প্রতি বছর ১১৭ দিন), মাদুরাইতে ৫৭৭ দিন (প্রতি বছর ১১৫.৪ দিন), কুড্ডালোরে ৪৬১ দিন (প্রতি বছর ৯২.২ দিন) এবং শিবগঙ্গাইতে ৪০৮ দিন (প্রতি বছর ৮১.৬ দিন) ধর্মঘট নথি করা হয়েছিল।

৭.৬ মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার হাইকোর্ট থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলিও আইনজীবীদের ধর্মঘটের ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।

৭.৭ কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে আইনজীবীদের বেশিরভাগ ধর্মঘট বা আদালতের কাজ থেকে বিরত থাকা কোনও যুক্তিসঙ্গত বা বাধ্যতামূলক কারণের ভিত্তিতে ছিল না। এই ধরণের পদক্ষেপের পিছনে কোনও বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি সনাক্ত করতে পারেনি। ধর্মঘটের জন্য উল্লিখিত কারণগুলি স্থানীয় এবং জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী থেকে শুরু করে, যার অনেকগুলি বিচার বিভাগের কার্যকারিতার সাথে সরাসরি প্রাসঙ্গিক ছিল না। উদাহরণস্বরূপ উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: পাকিস্তানের একটি স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ, শ্রীলঙ্কার সংবিধান সংশোধন, আন্তঃরাজ্য নদীর জল বিরোধ, আইনজীবীদের উপর হামলা বা হত্যা, নেপালের ভূমিকম্প, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ, অন্যান্য রাজ্যে আইনজীবীদের সাথে সংহতি প্রকাশ, সামাজিক কর্মী আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন, ভারী বৃষ্টিপাতের মতো প্রতিকূল আবহাওয়া এবং শ্রাদ্ধ, অগ্রসেন জয়ন্তীর মতো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন, এমনকি কবি সম্মেলন আয়োজনের জন্যও।

৭.৮ কমিশনের দৃঢ় বিশ্বাস, বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি ছাড়া, আইনজীবীদের ধর্মঘট করা বা আদালতের কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। এমনকি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেও, প্রতীকী একদিনের ধর্মঘট কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বার কাউন্সিলের পূর্বানুমোদনক্রমেই করা উচিত।

৪৮) আইনজীবীদের ধর্মঘটের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সময় আইন কমিশন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হরিশ উৎপল (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বিরলতম পরিস্থিতি ছাড়া বার সদস্যদের ধর্মঘট গ্রহণযোগ্য নয় - এবং তারপরেও, আদালতের কাজ থেকে এই ধরনের বিরত থাকা একদিনের বেশি স্থায়ী হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বার কাউন্সিলগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে। আইন কমিশন উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করেছে যে আইনজীবীদের ধর্মঘট অব্যাহতভাবে অব্যাহত রয়েছে, যার ফলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে:

"৮.৩ এই সমস্ত নির্দেশ এবং বিচারিক ঘোষণা সত্ত্বেও, ধর্মঘট কোনও বাধা ছাড়াই অব্যাহত রয়েছে। কোনও অবস্থাতেই ন্যায়বিচার প্রশাসন বন্ধ করা উচিত নয়। আইনজীবীদের ধর্মঘট জনসাধারণের কাছে আদালতের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে দ্রুত ন্যায়বিচারের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। হুসেনারা খাতুন বনাম বিহার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব, অন্যান্য মামলার মধ্যে, এটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মামলাকারীরা দ্রুত ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। তবে, আইনজীবীদের ধর্মঘট কার্যকরভাবে নাগরিকদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।"

৮. ৪ সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট হুসেন এবং আরেকজন বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৭) ৫ এস. সি. সি. ৭০২-এর ফৌজদারি আপিল নিষ্পত্তি করার সময় আদালত বয়কট করার প্রথাকে অবজ্ঞা করেছে।

"আরেকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, আইনজীবীদের অযাচিত ধর্মঘট/কাজ বর্জন অথবা শোক লিপিবদ্ধকরণের পর আদালতের কাজ ঘন ঘন স্থগিত করে আদালতের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করা। প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হরিশ উৎপল বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় এই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের কাজ স্থগিতকরণ বা ধর্মঘট স্পষ্টতই বেআইনি এবং আইনজীবিদের সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য, যা সর্বাগ্রে, তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। শোক লিপিবদ্ধকরণ মাঝে মাঝে মাঝে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, প্রতি দুই/তিন মাসে একবার, এবং ঘন ঘন নয়। সাক্ষীদের তলবের দিনে তাদের সাক্ষ্য নথি না করা হলে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হন বা আদালতের কার্যক্রমে এড়ানো যায় এমন বাধার কারণে বিচারাধীন হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের উপর বিলম্বের প্রভাব যে কোনও দায়িত্বশীল পেশাদার সংস্থার জন্য উদ্বেগের বিষয় এবং তাদের যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। যাই হোক না কেন, এটি সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের - কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/বার কাউন্সিল/বার অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি হাইকোর্টের মনোযোগের প্রয়োজন এবং এই বিপদ মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করা উচিত। উপরোক্ত রায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, হাইকোর্টগুলিকে এই দিকটি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যথাসম্ভব কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।" ন্যায়বিচার প্রশাসনের স্বার্থে প্রয়োজনীয়।"

৮.৫ র‍্যামন পরিসেবা প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সুভাষ কাপুর (২০০১) ১ এসসিসি ১১৮ মামলায়, সর্বোচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে যদি কোনও আইনজীবী দাবি করেন যে তার ধর্মঘটের অধিকার তার কোনও ক্ষতি ছাড়াই হওয়া উচিত, তবে ক্ষতিটি কেবল তার নির্দোষ মক্কেলকেই বহন করতে হবে, তবে এই দাবি ন্যায্যতার নীতি এবং নীতিমালার পরিপন্থী। অতএব, যখন তিনি আদালতে ধর্মঘট বা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে কমপক্ষে সেই মামলাকারী মক্কেলের আর্থিক ক্ষতি বহন করতে প্রস্তুত থাকতে হবে যিনি তার বক্তব্য সেই আইনজীবীর হাতে অর্পণ করেছিলেন এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে হবে যে তার মামলা সেই আইনজীবীর হাতে নিরাপদ থাকবে।

৪৯) আইন পেশার নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য দিকগুলি পরীক্ষা করে আইন কমিশন আইনজীবী আইনের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ পর্যালোচনার সুপারিশ করেছে।

"7.1 শুধুমাত্র আইনজীবীদের শৃঙ্খলা ও অসদাচরণের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আইনি পেশার ব্যাপক বিস্তারের কথা মাথায় রেখে আইনজীবী আইনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার তীব্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই আইনি পেশার ব্যাপক বিস্তারের কথা মাথায় রেখে। বার কাউন্সিলের গঠন এবং তাদের কার্যাবলীর জন্য কয়েকটি বিধান প্রবর্তনেরও প্রয়োজন যাতে বার কাউন্সিলের অভ্যন্তরীণ 'বিষয়গুলিতেও' কার্যকারিতা সুসংহত করা যায়।

৫০) অতএব, আমরা মনে করি, ধারা ১৪ এবং ২১ এবং এই আদালত কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার কার্যকর করার লক্ষ্যে, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে ধর্মঘট/কাজ থেকে বিরত থাকা, ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সম্পর্কে কমপক্ষে একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। এরপর বিষয়টি আদালতের অবমাননা বা অন্তর্নিহিত এখতিয়ারে বিবেচনা করা যেতে পারে। আদালত, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এই রায় দিতে পারে যে, বার অ্যাসোসিয়েশন/বার কাউন্সিলের যে সকল কর্মকর্তা ধর্মঘটের জন্য বা কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রস্তাব পাস করেছেন, তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা যথাযথ প্রতিশ্রুতি/শর্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সন্তুষ্টি অনুসারে অবমাননা থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত, যে কোনও আদালতে হাজির হতে নিষেধ করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাদের দ্বারা দাখিল করা উপযুক্ত প্রতিশ্রুতির অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত, তাদের অবিলম্বে বার অ্যাসোসিয়েশনের পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টির অবৈধ কাজের জন্য গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি এটিও হতে পারে। এই বিষয়ে উচ্চ আদালত থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই আদালত বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

একটি চতুর্থাংশ শেষ হওয়ার আগেই এটি অন্য কোনও উৎস থেকে প্রতিবেদন/পিটিশনকে নিষিদ্ধ করে না, যদি পরিস্থিতি তাই দাবি করে।

৫২) আমরা এখন আমাদের সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ করতে পারিঃ

(i) ভারতের আইন কমিশনের ১২৪তম এবং ২৭২তম প্রতিবেদন, গুজরাট উর্জার (উপরে) এই আদালতের রায়, ৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের সুপ্রিম কোর্টের বকেয়া কমিটির কার্যবিবরণী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনার আলোকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ন্যায়বিচারের সাংবিধানিক লক্ষ্য বাস্তবসম্মতভাবে অর্জনের জন্য সাংবিধানিক আদালতের ভিড় কমানোর জন্য উপযুক্ত মঞ্চ তৈরি করে বিচারিক কাঠামোতে কোনও পরিবর্তন আরেকজন প্রয়োজন আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে পারে।

(ii) ভারতের আইন কমিশনের ১৪তম প্রতিবেদন, সর্বভারতীয় বিচারক সমিতি বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় এই আদালতের রায়, ৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের এই আদালতের বকেয়া কমিটির কার্যবিবরণী এবং সর্বভারতীয় বিচার বিভাগীয় পরিষেবা ইস্যুর বিবেচনাধীন থাকা এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, সাংবিধানিক আদালত ব্যতীত অন্যান্য আদালতে শূন্যপদ পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাব বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সকল স্তরে সাংবিধানিক আদালতে বিচারক নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থায় কীভাবে অপ্রতুলতা পূরণ করা যায় তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(iii) উপরে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনার আলোকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত না করে পূর্ণকালীন বিশেষজ্ঞদের একটি সংস্থা থাকা উচিত কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন, নিয়োগ-পূর্ব পর্যায়ে প্রার্থীদের সনাক্তকরণ, যাচাই-বাছাই এবং মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য এবং নিয়োগ-পরবর্তী কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য। সরকার তার স্তরে প্রার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন তাও বিবেচনা করতে পারে যাতে কোনও ভুল প্রার্থী নিয়োগ না হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিচারকদের ন্যায়পরায়ণ আচরণ নিশ্চিত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তাও বিবেচনার বিষয়।

(iv) ঘন ঘন অযাচিত ধর্মঘটের ফলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টির জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায়, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় ধর্মঘট/কাজ থেকে বিরত থাকা, ক্ষতি এবং প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারে।

এরপরে বিষয়টি এই আদালতের অবমাননা বা অন্তর্নিহিত এখতিয়ারে বিবেচনা করা যেতে পারে। আদালত একটি বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্দেশ দিতে পারে যে, বার অ্যাসোসিয়েশন/বার কাউন্সিলের পদাধিকারীরা যারা ধর্মঘটের জন্য প্রস্তাবটি পাস করেছেন বা কাজ থেকে বিরত রয়েছেন বা সেই দিকে অন্যান্য পদক্ষেপ নিয়েছেন তারা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা যথাযথ প্রতিশ্রুতি/শর্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সন্তুষ্টির জন্য অবমাননা থেকে নিজেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কোনও আদালতে উপস্থিত হতে বিরত থাকতে বাধ্য। তাঁরা বার অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারীদের পদ থেকে অবিলম্বে অপসারণের জন্যও দায়বদ্ধ হতে পারেন যতক্ষণ না অভিষিক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁদের দ্বারা দায়ের করা যথাযথ অঙ্গীকারের অনুমতি দেন। এটি ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকারকে বাধা দেওয়ার উক্ত অবৈধ কাজের জন্য নেওয়া অন্য যে কোনও পদক্ষেপের পাশাপাশি হতে পারে। এই বিষয়ে হাইকোর্ট থেকে একটি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরেও এই আদালত বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। পরিস্থিতি প্রয়োজন হলে, এক চতুর্থাংশ শেষ হওয়ার আগেই এটি অন্য কোনও উৎস থেকে প্রতিবেদন/পিটিশনকে নিষিদ্ধ করে না।

৫৩) সেই অনুযায়ী, আমরা উপরোক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী এই আপিল নিষ্পত্তি করছি। আমরা ভারতীয় কেন্দ্রকে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে তিন মাসের মধ্যে একটি হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দিচ্ছি। অনুচ্ছেদ ৫২(iv) অনুসারে প্রথম প্রতিবেদন ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের মধ্যে দাখিল করা যেতে পারে। বিষয়টি বুধবার, ৪ঠা জুলাই, ২০১৮ তারিখে উপযুক্ত বেঞ্চের সামনে হলফনামা বিবেচনার জন্য তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal